দৈনিক ইত্তেফাক
20 MAY 2017

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক কাজে স্থবিরতা

উপাচার্যসহ শীর্ষ তিন পদ খালি

■ ওয়াদুদ আলী, রংপুর প্রতিনিধি

উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। গত ৫ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় উপাচার্য ড. একে এম নুর-উন-নবীর মেয়াদ শেষ হয়। উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারারসহ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদ তার দখলে থাকার কারণে তার অনুপস্থিতিতে পদগুলো শূন্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে চলেছে চাঁদাবাজি, চুরি, ছিনতাইসহ নানা ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ।

জানা যায়, গত ১৮ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ড. ওয়াজেদ ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের কাছে চাঁদা দাবি করায় চাঁদাবাজির অভিযোগে রংপুর জেলা যুবলীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এর আগে গত ১৫ মে বিকালে চুরি করার সময় এক মোবাইল চোরকে হাতেনাতে ধরে শিক্ষার্থীরা। এছাড়া প্রায় মাস খানেক আগে একই ভাবে তিনজন শিক্ষার্থী বসে গল্প করার সময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে তাদের একজনের মোবাইল ফোন চুরি হয়।

অপরদিকে উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে থমকে দাঁড়িয়েছে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। চূড়ান্ত ফলাফল (ফাইনাল রেজাল্ট) এর অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ, অর্থনীতিসহ অধিকাংশ বিভাগের বিভিন্ন সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরা। উপাচার্য না থাকায় এ ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলাফল না পাওয়ায় এসব শিক্ষার্থী চলমান বিভিন্ন চাকরির আবেদন করতে পারছেন না। এমনকি সেমিস্টার ফাইনালের রেজাল্ট প্রকাশ না হলে পরবর্তী ফাইনাল পরীক্ষাও নিতে পারছেন না শিক্ষকরা। শিক্ষার্থীরাও ফলাফলের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। এমতাবস্থায় অনেক বিভাগ সেশনজটের কবলে পড়তে পারে এবং সেশনজটের মধ্যে পড়ে থাকা বিভাগগুলো আরো সেশনজটে পড়তে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই।